দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ ... 25 OCT 2002
পৃষ্ঠা ৮ ... কলাম ৭

রাজশাহীতে জমিয়াতুল মোদাররেছীনের বিভাগীয় সম্মেলনে মাওলানা এম, এ, মান্নান

সরকারী ও বেসরকারী স্কুল কলেজ মাদ্রাসার মধ্যে সকল প্রকার বৈষম্য অবিলম্বে দূর করতে হবে

রাজশাহী অফিস ঃ বাংলাদেশ জমিয়াতুল মোদাররেছীনের সভাপতি সাবেক ধর্ম, ত্রাণ ও পুনর্বাসনমন্ত্রী এবং দৈনিক ইনকিলাবের ম্যানেজিং ডাইরেক্টর আলহাজ্ব মাওলানা এম, এ, মান্নান সরকারী স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসার শিক্ষকদের মত বেসরকারী স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসার শিক্ষকদের উৎসব বোনাস, বাড়ী ভাড়া, চিকিৎসা ভাতাসহ অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা গত জুন মাস থেকে কার্যকর করে তা অবিলম্বে পরিশোধের আহবান জানিয়েছেন। তিনি দেশের ৮টি অঞ্চলে ৮টি স্বতন্ত্র মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড প্রতিষ্ঠার দাবী জানিয়ে বলেন, সরকারী এবং বেসরকারী স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসার মধ্যে সকল প্রকার বৈষম্য অবিলম্বে দূর করতে হবে।

তিনি গতকাল রাজশাহী জেলা পরিষদ মিলনায়তনে জমিয়াতুল মোদাররেছীন রাজশাহী বিভাগীয় সম্মেলনে প্রধান অতিথির ভাষণে একথা বলেন। এ অঞ্চলের মাদ্রাসা শিক্ষক ও কর্মচারীদের এ বিশাল সম্মেলনের উদ্বোধন করেন রাজশাহী সিটি মেয়র মিজানুর রহমান মিনু এমপি। মাওলানা এ, কে, এম, মোস্তাফিজুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে প্রধান বক্তা ছিলেন জমিয়াতুল মোদাররেছীনের মহাসচিব ও শিক্ষক কর্মচারী ঐক্য জোটের আহবায়ক মাওলানা এম, এ, লতীফ। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য

৭-এর পৃঃ ৫-এর কঃ দেখুন

রাজশাহী অফিস ঃ জমিয়াতুল মোদাররেছীনের রাজশাহী অঞ্চলের উদ্যোগে গতকাল স্থানীয় জেলা পরিষদ মিলনায়তনে মাদ্রাসা শিক্ষক-কর্মচারীদের বিভাগীয় সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন (ডান দিক থেকে) রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের মেয়র মিজানুর রহমান মিনু এমপি, বাংলাদেশ জমিয়াতুল মোদাররেছীনের সভাপতি মাওলানা এম এ মান্নান, মহাসচিব মাওলানা এম এ লতিফ ও যুগ্ম মহাসচিব কবি রুহুল আমীন খান

জমিয়াতুল মোদাররেছীনের বিভাগীয় সম্মেলনে মাওলানা এম, এ, মান্নান

৮-এর পৃষ্ঠার পর

...জমিয়াতুল মোদাররেছীনের যুগ্ম মহাসচিব কবি মাওলানা রুহুল আমিন খান, তা'মিরুল মিল্লাত মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল মাওলানা যাইনুল আবেদীন, রাজশাহী মহানগর জামায়াতে ইসলামীর আমীর আতাউর রহমান, প্রিন্সিপাল মাওলানা মোহাম্মাদ শামছুদ্দীন, মাওলানা একিউএম ইফাতুল্লাহ ও মাওলানা সাব্বির আহমদ মমতাজী। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন মাওলানা আব্দুল মজিদ, মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতির মহাসচিব নজরুল ইসলাম, মাওলানা আনসার উল্লাহ, মাওলানা আবু সালেহ মোঃ জিয়াউল হক, মাওলানা গোলাম কিবরিয়া, মাওলানা আমীর উদ্দিন, মাওলানা এইচ এম শহীদুল ইসলাম, মাওলানা আবুল কালাম প্রমুখ।

সম্মেলনে রাজশাহী বিভাগের বিভিন্ন মাদ্রাসা থেকে হাজার হাজার শিক্ষক কর্মচারী অংশ নেন। জেলা পরিষদ মিলনায়তন ছেড়ে ...লের বাইরে প্যান্ডেল টানাতে হয়। হাজারো মানুষের নারায়ে তাকবীর, আল্লাহু আকবর ধ্বনিতে গোটা এলাকা ছিল মুখরিত। সবার মুখে দাবী ছিল উত্তরবঙ্গের প্রাণকেন্দ্র রাজশাহীতে স্বতন্ত্র মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড স্থাপন করতে হবে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সিটি মেয়র মিজানুর রহমান মিনু এমপি মাদ্রাসা শিক্ষক কর্মচারীদের দাবী-দাওয়া ও সমস্যার কথা জাতীয় সংসদে তুলে ধরার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন। তিনি জমিয়াতুল মোদাররেছীনের রাজশাহী আঞ্চলিক অফিস স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় সহযোগিতার আশ্বাস দেন। তার নির্বাচনী এলাকায় সকল মাদ্রাসার উন্নয়নের অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন।

প্রধান অতিথির ভাষণে মাওলানা এম, এ, মান্নান বলেন, আদর্শ জীবন, সমাজ, পরিবার ও মানুষ গড়ার শ্রেষ্ঠ কারখানা হলো মাদ্রাসা। এখানে ভাল মানুষ তৈরী হয়। কোন সন্ত্রাসী, ছিনতাইকারী, অস্ত্রবাজ, ...বাজ, মিথ্যাবাদী মাদ্রাসার ছাত্র ও শিক্ষকদের মধ্যে নেই। অথচ বিভিন্ন ...হাতে মাদ্রাসার শিক্ষক ও ছাত্রদেরকে হয়রানি করা হয়েছে।

মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নে জমিয়াতুল মোদাররেছীনের অবদানের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, শূন্য থেকে বর্তমানে একটা সম্মানজনক পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে। সকলের সহযোগিতা পেলে তা আরো বেগবান করা সম্ভব হবে। তিনি বলেন, মাদ্রাসা শিক্ষক কর্মচারীদের প্রাপ্য ন্যায্য দাবী আদায়ের জন্যই জমিয়াতুল মোদাররেছীনের জন্ম হয়েছিল। এক সময় বেসরকারী স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসার শিক্ষকরা কখনো ভাবেননি তাদের জন্য চাকরি বিধি, বেতন-ক্রম, নিয়োগ বিধিসহ কোন সুযোগ-সুবিধা তারা ভোগ করবেন। আমি বিভিন্ন সময়ে আন্দোলন, সংগ্রাম করে বর্তমান পর্যায়ে এনেছি। তিনি বলেন, যত দিন বেঁচে থাকব ততদিন আপনাদের কল্যাণে কাজ করে যাব। শুধু চাই আপনাদের সহযোগিতা।

মাওলানা এম, এ, লতীফ বলেন, সারাবিশ্বে মুসলমানদের নিশ্চিহ্ন করার ষড়যন্ত্র চলছে। প্রকৃত মুসলিম হিসাবে গড়ে ওঠার জন্য মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থার কোন বিকল্প নেই। এই শিক্ষা শুরু হয়েছিল পবিত্র মদীনা মোনওয়ারায়। বর্তমান মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা তারই ধারাবাহিকতা। তিনি বলেন, যে জাতি তার ইতিহাস জানে না, সে জাতি বড়ই দুর্ভাগ্যবান। এক সময় দাখিল, আলিম, ফাযিল ও কামিল সার্টিফিকেটের তেমন কোন মূল্যই ছিল না। অথচ সেই সার্টিফিকেট দিয়েই এখন ভাল কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এর সম্পূর্ণ অবদান জমিয়াতুল মোদাররেছীনের। তিনি বলেন, আমাদের আন্দোলনের প্রেক্ষিতেই মাদ্রাসা শিক্ষা সংস্কার কমিটি গঠিত হয়েছে। কমিটি ৩৮টি সুপারিশমালাসহ রিপোর্ট পেশ করেছে। সরকার এই সুপারিশমালা নীতিগতভাবে সম্মতি জানিয়েছে। এই রিপোর্টে আরবী ইসলামী এফিলিয়েটিং বিশ্ববিদ্যালয়, স্বতন্ত্র মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, বেতন স্কেল, বোনাসসহ সকল সুবিধাই রয়েছে। সিলেবাস কারিকুলাম কমিটিও গঠিত হয়েছে। তিনি পুরুষ মাদ্রাসার ক্ষেত্রে মহিলাদের জন্য ৩০ ভাগ আসন সংরক্ষণ সংক্রান্ত নিয়মটি শিথিল করার দাবী জানান।

কবি মাওলানা রুহুল আমিন খান বলেন, ইসলামী শিক্ষাকে নির্মূল করার জন্য দেশীয় ও আন্তর্জাতিক চক্রান্ত আগেও ছিল এখনও আছে। ওরা ইসলাম ও কুরআনের আলোকে নিভিয়ে দিতে চায়। সোভিয়েত ইউনিয়ন সেখানে ইসলামকে নিশ্চিহ্ন করতে গিয়ে আজ তারাই খণ্ড খণ্ড রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে। খোদ আমেরিকাতেও আজ ইসলামের জাগরণ শুরু হয়েছে। মুসলমানদের নিশ্চিহ্ন করতে ফিলিস্তিনে আক্রমণ চলছে। ইরাকে আক্রমণের পাঁয়তারা শুরু হয়েছে। তিনি প্রধানমন্ত্রীকে সন্ত্রাসবিরোধী অভিযান চালানোর জন্য অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, মানুষের নৈতিক মান উন্নয়ন ও ধর্মীয় মূল্যবোধকে জাগরণ করতে না পারলে সরকার ও প্রশাসন যতই বদল হোক না কেন দেশ থেকে দুর্নীতি, সন্ত্রাস, রাহাজানি নির্মূল করা যাবে না। যারা মানুষ গড়ার কাজ করে, নৈতিক ও ধর্মীয় শিক্ষিত করে তাদেরকে ন্যূনতম সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত করা উচিত নয়।

বিভাগীয় সম্মেলনে উত্তরবঙ্গে স্বতন্ত্র মাদ্রাসা বোর্ড গঠন, ফাযিল ও কামিল পাসকে যথাক্রমে বিএ ও এমএ-এর সমমান দিয়ে বিসিএস পরীক্ষার সুযোগ দান, মাদ্রাসার প্রধানসহ অন্য শিক্ষকদের বেতন বৈষম্য দূরীকরণ, মাদ্রাসা শিক্ষা সংস্কার কমিশনের সুপারিশমালার বাস্তবায়ন, ৪০ থেকে ৪৫ ভাগ বাড়ীভাড়া প্রদান, দু'টি উৎসব ভাতা প্রদানসহ ৮ দফা দাবী পেশ করা হয়।

এর আগে রাজশাহী বিমানবন্দরে মাওলানা এম, এ, মান্নানসহ কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দকে স্বাগত জানান রাজশাহী সিটি মেয়র মিজানুর রহমান মিনু এমপি, তার স্ত্রী অধ্যাপিকা সালমা রহমান, বাংলাদেশ কলেজ শিক্ষক সমিতির নেতা ...